পাটের ঘোড়া পোকার আক্রমণ এবং সমন্বিত দমন ব্যবস্থাপনা

বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট
মানিক মিয়া এভিনিউ, ঢাকা ১২০৭

ভূমিকা:

ঘোড়া পোকা পাটের একটি ক্ষতিকারক পোকা। অনেক এলাকায় ইহা ছটকা পোকা নামেও পরিচিত। ঘোড়া পোকা পাটের একটি সুনির্দিষ্ট পোকা। দেশী ও তোষা উভয় জাতের পাটেই ঘোড়া পোকার আক্রমন পরিলক্ষিত হয়, তবে দেশী পাটের চেয়ে তোষা পাটে এর আক্রমন বেশী দেখা যায়। পূর্ণতা প্রাপ্ত কীড়া লম্বায় প্রায় ৪ সে. মি., গায়ের রং সবুজ। কোন কোন সময় বাদামী রংয়েরও হয় এবং গায়ে কাল ডোরা দাগ থাকে। এদের মাথা হলুদ রংয়ের। পূর্ণ বয়স্ক পোকা একটি হালকা বাদামী রংয়ের মথ। সামনের পাখায় ফোটা ও আঁকাবাঁকা কালো দাগ আছে।

জীবন বৃত্তান্ত

পূর্ণ বয়স্ক: পূর্ণ বয়স্ক ঘোড়া পোকা একটি হালকা বাদামী বর্ণের মথ। সামনের পাখায় ফোটা ও আঁকাবাঁকা কালো দাগ থাকে। পুরুষ মথের শুঙ্গ পেকটিনেট ধরনের কিন্তু স্ত্রী মথের শুঙ্গ ফিলিফরম।

ডিম: স্ত্রী মথ কচি পাতার নিচে একটি একটি করে ডিম পাড়ে। ডিম দেখতে পাতার মধ্যে পানির খুব ছোট বিন্দুর মত মনে হয়। একটি স্ত্রী মথ ১৫০-৬০০ ডিম পাড়ে। ডিমের রং সবুজ, গোলাকৃতি এবং সাধারণত ৩-৪ দিনের মধ্যে ডিম থেকে কীড়া বের হয়।

কীড়া: ডিম থেকে বের হওয়া কীড়া, সাদা যা পরে হালকা সবুজ বর্ণের হয়। ৪ সে. মি. লম্বা, সবুজ বর্ণের হয় এবং মাথা হালকা হলুদ সরু গাঢ় সবুজ লাইন পিঠের নিচে এবং শরীরের উভয় পাশে প্রোথোরাক্স অঞ্চল হতে সর্বশেষ অ্যাবডোমিনাল সেগমেন্ট পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে।

পিউপা: সাধারনত ঘোড়া পোকার কীড়া সর্বশেষ খোলস বদলানোর পূর্বের মাটির মধ্যে পিউপেশনে যায়। পিউপেশন একটি কোকুনের মধ্যে সংঘটিত হয়,

যা মরা পাতা অথবা মাটির কণার সাথে লেগে থাকে। পিউপা বাদামী বর্ণের এবং ১.৫ সে.মি. লম্বা হয়।

আক্রমণের সময়: ঘোড়া পোকার আক্রমণ সাধারণত মে মাসের মাঝামাঝি অর্থাৎ গাছ যখন ৬০-৯০ সে.মি. লম্বা হয় এবং জুলাইয়ের শেষ পর্যন্ত এদের আক্রমন দেখা যায়।

ঘোড়া পোকার আক্রমণের অনুকূল অবস্থা: মৌসুমের প্রথমদিকে বৃষ্টিপাত এবং পরে শুষ্ক আবহাওয়া ঘোড়া পোকার বংশ বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

ক্ষতির প্রকৃতি: ডিম থেকে লার্ভা বের হওয়ার পরপরই ঘোড়া পোকা পাট গাছের কচি ডগা ও পাতা আক্রমণ করে। প্রথমে এরা পাতা ছিদ্র করে খায় কিন্তু বড় হতে থাকলে এরা পুরো পাতা খেয়ে ফেলে। ফলে গাছের বৃদ্ধি মারাত্মকভাবে ব্যহত হয়। কোন কোন সময় এরা কচি ডগাও খেয়ে ফেলে। বারবার কচি ডগা আক্রমনের ফলে গাছের আগা নষ্ট হয়ে যায় এবং শাখা-প্রশাখা বের হয়। এতে পাটের ফলন ও আঁশের গুনগতমান কমে যায়। ঘোড়া পোকার আক্রমণের তীব্রতার উপর ভিত্তি করে পাটের আঁশের ফলন একর প্রতি ৭৫ কেজি হতে ১২০ কেজি কমে যেতে পারে।

অর্থনৈতিক ক্ষতির দ্বারপ্রান্ত (ইটিএল): শতকরা ২০ টি গাছ ঘোড়া পোকা দ্বারা আক্রান্ত হলে কীটনাশক ব্যবহার করা যুক্তিসংগত হবে।

ছবি: ঘোড়া পোকা দ্বারা আকান্ত পাট গাছ

নিয়ন্ত্রন ব্যবস্থা: ঘোড়া পোকার আক্রমণের শুরুতেই ব্যবস্থা নিলে এদের নিয়ন্ত্রন করা সম্ভব।

১। কিছু পোকা খেকো পাখি যেমন- শালিক বা ময়না, টিয়া ঘোড়া পোকা খেতে খুব পছন্দ করে। তাই পাট ক্ষেতে পার্চিং বা বাঁশের কঞ্চি এবং গাছের ডাল পুঁতে এদের বসার ব্যবস্থা করলে এরা ঘোড়া পোকা খেয়ে পোকার সংখ্যা কমিয়ে আনতে পারে।

২। পাট ক্ষেতে ঘোড়া পোকার আক্রমণ দেখা দিলে কেরোসিন ভেজানো দড়ি গাছের উপর দিয়ে টেনে নিলে পোকার আক্রমণ কমে যায়।

৩। ঘোড়া পোকার পরজীবী পোকার মধ্যে ট্যাকিনিড মাছি প্রধান। এরা জুন-জুলাই মাসে ঘোড়া পোকাকে সবচেয়ে বেশি আক্রমণ করে। এদের

আক্রমণে ঘোড়া পোকার রং সবুজ বর্ণ থেকে গাঢ় হলুদ বর্ণে পরিণত হয় এবং সহজেই এদের সনাক্ত করা যায়। আক্রান্ত ঘোড়া পোকা পুত্তলিতে পরিণত হয় এবং পুত্তলি থেকে পরে মথের পরিবর্তে ট্যাকিনিড মাছি বের হয়ে আসে। ঘোড়া

পোকার সবচেয়ে বড় শত্রু হচ্ছে নিউক্লিয়ার পরিহেড্রোসিস ভাইরাস। এই ভাইরাসের আক্রমণের কারণে ঘোড়া পোকা সবুজ বর্ণ থেকে হলুদ বর্ণে পরিণত হয়। মারা যাওয়ার আগে এরা

খাওয়া দাওয়া বন্ধ করে দেয় এবং গাছের ডগা বা পাতায় আকড়িয়ে ধরে মাথা নিচের দিকে রেখে ঝুলতে থাকে। মারা যাওয়ার পরে এদের শরীর পচে গলে যায় এবং এক প্রকার তরল পদার্থ বের হয় এবং রোগের বিস্তার লাভ করে। এ অবস্থায় ঘোড়া পোকার ভাইরাস রোগের আক্রমণ সহজেই সনাক্ত চেনা যায়। জুন ও জুলাই মাসে পাট ক্ষেতে ঘোড়া পোকার প্রচুর আক্রমণের সময় যদি এদের উপর ট্যাকিনিড মাছি ও ভাইরাস দেখা দেয় তখন পাট ক্ষেতে কীটনাশক স্প্রে না করাই ভাল।

৪। আক্রমণ বেশি দেখা দিলে ঘোড়া পোকার জন্য অনুমোদিত রাসায়নিক কীটনাশক যেমন: এমামেক্টিন বেনজোয়েট, কারটাপ+এসিটামিপিড, ক্লোরফিনাপির + এমামেক্টিন বেনজোয়েট, ডায়াজিনোন, পাইটেপাইরাম+পাইমেট্রোজিন, ক্লোরপাইরিফস+সাইপারমেট্রিন ইত্যাদি গ্রুপের কীটনাশক স্প্রে করা যেতে পারে।

রচনা ও সম্পাদনা

ড. মোঃ নজরুল ইসলাম, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা
ড. মোহাম্মদ শাহীন পলান, উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা
ড. এ এস এম কামরুজ্জামান, উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা
মোঃ সোহানুর রহমান, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা

কীটতত্ত্ব শাখা, পেস্ট ম্যানেজমেন্ট বিভাগ

প্রকাশকাল ঃ মার্চ ২০২১ খ্রিঃ

সংখ্যা ঃ ৫০০০ কপি

প্রকাশনায় ঃ **মহাপরিচালক**
বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট

যোগাযোগ ঃ পরিকল্পনা, প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ উইং
বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট
মানিক মিয়া এভিনিউ, ঢাকা ১২০৭
www.bjri.gov.bd

ডিজাইন এন্ড প্রিন্টিং
কলেজ গেট বাইন্ডিং এন্ড প্রিন্টিং
১/৭, কলেজ গেট, মোহাম্মদপুর, ঢাকা
ফোন : ০২-৪৮১১১৬৬২, ০১৭১১-৩১১৩৬৬
ই-মেইল ঃ collegegatepress2018@gmail.com